P.G. Sem - 4 - History

Paper - 404 - Unit - II - Topic - Mughal Harem (~~[illegible]~~ in India

Mughal Harem

মুঘল হারেম ছিল মুঘল প্রাসাদের অন্দর, যেখানে বাস করতেন মুঘল সম্রাটের পত্নী, উপপত্নী, দাসী আত্মীয়গণ, এই 'হারেম' শব্দটির উৎপত্তিস্থল হল নিষিদ্ধ প্রাঙ্গণ, কথাটির অর্থ হল নিষিদ্ধ স্থান বা পবিত্র আশ্রয়স্থান, এবং ব্যুৎপত্তিগত ভাবে শব্দটি আরবীয় শব্দ 'Harim' শব্দটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, যার অর্থ হল পবিত্র অলঙ্ঘনীয় স্থান, শব্দটি তুর্কী শব্দ 'seraglio' এবং পারসিক শব্দ 'zenana' এর সমার্থক, একই সঙ্গে শব্দটি সংস্কৃত শব্দ অন্তঃপুরের সঙ্গে সমার্থক যার অর্থ হল অন্তঃপুরের গৃহ যে গৃহে মেয়েরা থাকে। হারেম ছিল মুঘল সম্রাটের রানী ও আত্মীয়দের বাসস্থান যেখানে অনেক দাসী, স্ত্রী-কর্মচারী ও উপপত্নীরা ও থাকত। এখানে পুরুষদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ, এবং স্বাভাবিকই হারেম হল কল্পনার ও কৌতূহলের বিষয়।

হারেম তৈরী হয়েছিল মুঘল প্রাসাদের অন্তঃপুরে ~~[illegible]~~ রানী, সম্রাটের আত্মীয়া, উপপত্নী, দাসী বা পরিচারিকা, এবং শিশুদের বাসস্থান হিসেবে, এই স্ত্রীলোকগণ এখানে বৈবাহিকসূত্রে, অথবা জন্মসূত্রে, অথবা চাকরী সূত্রে অথবা উপঢৌকন হিসেবে প্রবেশ করতেন। হারেমে বসবাসকারী নারীদের কঠোর ভাবে পর্দাপ্রথা মেনে চলতে হত এবং এরা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী হারেম থেকে বেরোতে পারত না, তবে মেয়েরা পুণ্যতীর্থ স্থানে তীর্থ ভ্রমণে যেতেন বা সম্রাটের সঙ্গে শিকার বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনে যেতেন, বাইরে বেরোলে হারেমের সদস্যরা সুদৃশ্য পালকি বা হাতির পিঠে চড়ে যেতেন, হারেমের ভেতরে নারী-সদস্যরা জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসবহুল জীবন অতিবাহিত করতেন, এখানে গান, বাজনা, নৃত্যসহ ~~বিলাসবহুল~~ মনোরঞ্জনের স্থান ছিল।

মেয়েদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিভিন্ন দপ্তর থেকে সরবরাহ করা হত। দপ্তর গুলি হারেমের অন্তঃপুরেই অবস্থিত ছিল, যেমন খাদ্যসামগ্রী আসত রাজকীয় রান্নাঘর থেকে যা 'মাকতাব' নামে পরিচিত ছিল, পানীয় জল ও মদ্য পরিবেশন বা সরবরাহ করত 'আবদার খানাহ্', 'রিতাব খানাহ্' থেকে আসত কড়ি বা সাপারি, 'মেওয়া খানাহ্' থেকে ~~[illegible]~~ ফলের যোগান দেওয়া হত, মেয়েদের

স্ত্রীর ব্যবহার্য দ্রব্য যেমন পোষাক, অলংকার ও অপরাপর সাজগোজের সামগ্রী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য সামগ্রী রাজকীয় কারখানা থেকে সরবরাহ করা হত।

হারেম কেবলমাত্র মেয়েদের বাসস্থল ছিল না এখানে সন্তান-সম্ভবা নারীদের ভরণ হত, সেই সন্তানকে লালন পালন করা হত। আবুল ফজল 'আকবরনামা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 'হারেমে পাঁচহাজারের বেশি নারী থাকতেন এবং প্রত্যেকের আলাদা নির্দিষ্ট কক্ষ ছিল, তবে এই তথ্য হয়তো পুরোপুরি সঠিক নয় কারণ অনেক গবেষক মনে করেন যেখানে বসবাসকারী সব নারীদের নির্দিষ্ট পৃথক কক্ষ ছিলনা কেবল মাত্র রাজকীয় পরিবারভুক্ত নারীদের জন্যই পৃথক কক্ষের বন্দোবস্ত ছিল, হারেমের সীমানার ভেতরে বাজার, স্কুল, ওষুধালয়, ক্রীড়াস্থল, ইত্যাদি ছিল, বেগম বা সম্রাট-পত্নীদের এবং সম্রাট-এর তনয়াদের প্রাধান্য ছিল এখানে সবচেয়ে বেশি, এখানে সম্রাটের মাতা, বিমাতা, ভগিনী, বিমাতার কন্যা, কন্যা এবং অন্যান্য তনয়ারা একসঙ্গে বসবাস করতেন, তবে সঙ্গে এখানে পরিচারিকা, রান্নাকারী নারী কর্মচারী ও নারী প্রহরীরা থাকত, হারেমের প্রহরী হিসেবে নিযুক্ত ছিল নপুংসক ও বৃহন্নলা এবং কিছু নারী যোদ্ধা যাদের বলা হত 'উদুর্বেগিশ',

নারীদের জন্য ফতেপুর সিক্রি গঠনের সময় সম্রাট আকবর হারেমের প্রশাসনিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন, নারী দারোগা-দের নেতৃত্বে নারী বাহিনী কতকগুলি ভাগে বিভক্ত হয়ে সেখানে শান্তি বজায় রাখতেন, অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মচারী যেমন 'মহবিলদার' বা হিসাবরক্ষক হারেমের নারী সদস্যদের বেতন দান করতেন বা অন্যান্য আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, 'মহলদার' নামে একশ্রেণির নারী কর্মচারী ছিলেন যারা হারেমের অন্দরের খবরাখবর সরাসরি সম্রাটকে প্রেরণ করতেন, এছাড়া 'অলঁ' বা রাজকীয়শৌচকাদের উপস্থিতিও দেখা যায় যারা ~~পীড়িতের~~ পীড়িতের সেবা করতেন,

মুঘল নারীদের বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গেও যুক্ত হতে দেখা যায়, হারেমের নারী সদস্যগণ বিভিন্ন আয় রোগ করতেন, বৃহন্নলাদের ~~অ~~ তারা প্রতিনিধি হিসেবে বাণিজ্যে প্রেরণ করতেন, পারিবারিক বাণিজ্যের উপর তাদের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ছিল, রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানের প্রচেষ্টাও তারা করতেন, গুলবদন বেগম তার 'হুমায়ুননামা' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে কী ভাবে হারেমের সদস্যরাগণ বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে সমাধানের চেষ্টা করেছেন, তিনি দেখিয়েছেন যে শেলিম যখন বিদ্রোহ করেছিলেন আকবরের বিরুদ্ধে তখন হামিদা বানু ও গুলবদন বেগম পিতাকে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন, অর্থাৎ হারেম নারীদের বাসস্থান হলেও তা একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

Sangita Mondal
(Dept. of History)